বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী শ্রমিকগণের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার প্রবাহচিত্র (Flow Chart)

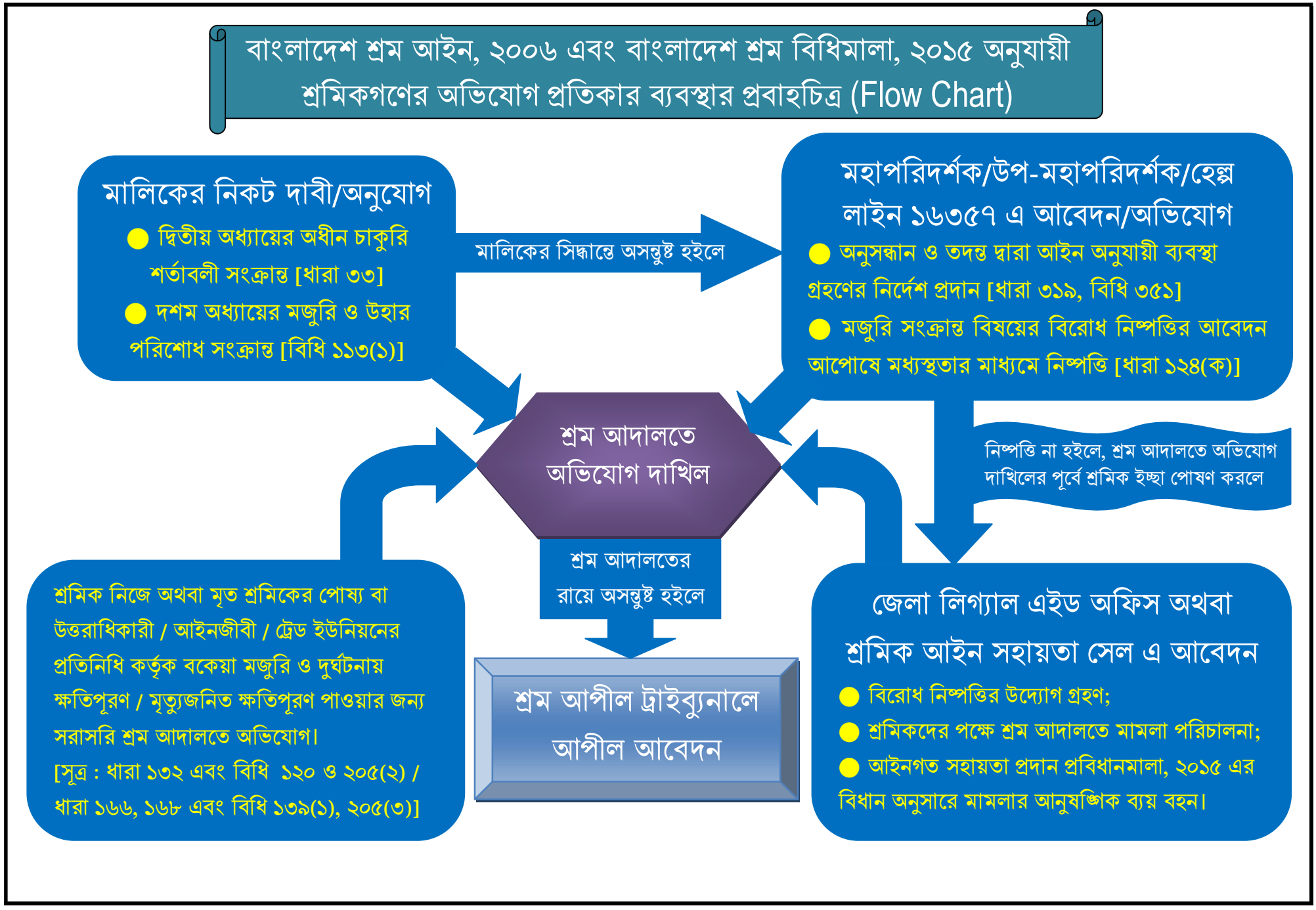

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও তদ্বীয় বিধিমালা অনুযায়ী শ্রমিকগণের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা

মালিকের নিকট অনুযোগ

- শ্রম আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের অধীন কোন বিষয়, যথা—লে-অফ, ছাঁটাই, ডিসচার্জ, বরখাস্ত, অপসারণ অথবা অন্য কোন কারণে চাকুরীর অবসান হইয়াছে এরূপ শ্রমিকসহ যে কোন শ্রমিকের অভিযোগ থাকিলে কারণ অবহিত হইবার ত্রিশ দিনের মধ্যে মালিকের নিকট অনুযোগ জানাইবেন [ধারা ৩৩(১)]। মালিক অনুযোগ পাইবার ত্রিশ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে শুনানীর সুযোগ দিয়া লিখিতভাবে সিদ্ধান্ত জানাইবেন [ধারা ৩৩(২)]। মালিক সিদ্ধান্ত দিতে ব্যর্থ হইলে, অথবা সংশ্লিষ্ট শ্রমিক যদি উক্তরূপ সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হন, ত্রিশ দিনের মধ্যে অথবা ক্ষেত্রমত, মালিকের সিদ্ধান্তের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে শ্রম আদালতে লিখিতভাবে অভিযোগ পেশ করিতে পারিবেন [ধারা ৩৩(৩)]।
- শ্রম আইনের দশম অধ্যায়ের অধীন প্রাপ্য মজুরি ও অন্যান্য পাওনাদি বে-আইনিভাবে কর্তন বা অনুরূপ কারণে উত্থিত দাবি সম্পর্কে শ্রমিক অথবা শ্রমিকের পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি মালিকের নিকট লিখিতভাবে অবহিত করিবেন [বিধি ১১৩(১)]; মালিক দাবি প্রাপ্তির পর ১০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন [বিধি ১১৩(২)]। মালিক সিদ্ধান্ত প্রদানে ব্যর্থ হইলে অথবা দাবি পেশকারী পক্ষ কোন সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হইলে, বিরোধীয় বিষয়টি ধারা ১২৪(ক) অনুযায়ী আপোষে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর মহাপরিদর্শক অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/উপ-মহাপরিদর্শক এর নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিতে পারিবেন।

মহাপরিদর্শক অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন/অভিযোগ দাখিল
(শ্রমিক হেল্প লাইন ১৬৩৫৭ এ দাবি/অভিযোগ পেশ)

মজুরিসহ অন্যান্য পাওনাদি সংক্রান্ত আবেদন নিষ্পত্তি	আইন ও বিধি নির্ধারিত অধিকার বঞ্চনায় অভিযোগ নিষ্পত্তি
শ্রম আইনের দশম অধ্যায়ের অধীন মজুরিসহ অন্যান্য পাওনাদি সম্পর্কে দাবির আবেদন পাওয়ার সর্বোচ্চ ২০ কর্মদিবসের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/পরিদর্শক সকল পক্ষের সাথে মধ্যস্থতা বৈঠকে আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় [ধারা ১২৪)ক)]। এ সংক্রান্ত বৈঠকে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক [বিধি ১১৩(১০)]। শ্রম আদালত এইরূপ মামলার বিচারকালে মধ্যস্থতাকারীর সিদ্ধান্ত বিবেচনায় নিবেন [ধারা ১২৪(৬)]	আইন ও বিধি নির্ধারিত অধিকার সম্পর্কে অভিযোগ পাওয়ার সর্বোচ্চ ১০ কর্মদিবসের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/পরিদর্শক সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে অনুসন্ধান ও তদন্ত সম্পাদন এবং আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করিবেন। [ধারা ৩১৯, বিধি ৩৫১]। পরিচয় গোপনে অভিযোগ প্রাপ্তির পর ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/পরিদর্শক প্রয়োজনে শ্রম আদালতে অভিযোগ পেশ করিবেন [বিধি ৩৫১(১)(ক)(গ)]

জেলা লিগ্যাল এইড অফিস / শ্রমিক আইন সহায়তা সেল - এ আবেদন

সংক্ষুব্ধ শ্রমিক ইচ্ছা করিলে শ্রম আদালতে দারস্থ হওয়ার পূর্বে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার উপরে বর্ণিত অফিস সমূহে বিনামূল্যে আইনগত পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণের আবেদন করিতে পারিবেন। লিগ্যাল এইড অফিস/সেল এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন। এছাড়াও প্রয়োজনে শ্রমিকদের পক্ষে শ্রম আদালতে মামলা পরিচালনায় সহায়তা প্রদান এবং প্রবিধানমালার বিধান অনুসারে মামলার আনুষঙ্গিক ব্যয় বহন করিয়া থাকেন। লিগ্যাল এইড জাতীয় হেল্পলাইন ১৬৪৩০।

শ্রম আদালতে অভিযোগ দাখিল

মালিকের নিকট অভিযোগ দাখিলের পর সন্তোষজনক প্রতিকার না পাইলে সংক্ষুব্ধ শ্রমিক সরাসরি শ্রম আদালতে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন। সংক্ষুব্ধ শ্রমিক, আইনসঙ্গত প্রতিনিধি অথবা পরিদর্শক কর্তৃক শ্রম আদালতে অভিযোগ দাখিলের নির্ধারিত ফরম রয়েছে [ফরম নং ১৪, ৪৪, ৪৪(ক), ৪৪(খ), ৪৮, ৪৮(ক), ৪৮(খ), ৬৬]। শ্রম আদালতের সিদ্ধান্তে কোন পক্ষ অসন্তুষ্ট হইলে সেই পক্ষ শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল আবেদন দাখিল করিতে পারিবেন।

বিষয় : বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ১২৪(ক) ধারা অনুযায়ী অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে

কোন শ্রমিক বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর দশম অধ্যায়ের অধীন বিষয়, প্রাপ্য মজুরি ও অন্যান্য পাওনাদি বেআইনিভাবে কর্তন বা অনুরূপ কারণে উত্থিত দাবি সম্পর্কে শ্রমিক অথবা শ্রমিকের পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট কারখানা/প্রতিষ্ঠানের মালিকের নিকট দাবিনামা পেশ করিতে পারিবেন [বিধি ১১৩(১)]। সংশ্লিষ্ট মালিক বিরোধীয় বিষয়টি বিধি ১১৩(২) অনুযায়ী দাবিনামা প্রাপ্তির পর ১০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে অথবা সন্তোষজনক প্রতিকার না করিলে দাবীকারী শ্রমিক শ্রম আদালতে অভিযোগ দাখিল করিবার পূর্বে আপোষে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ১২৪(ক) ধারার অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/উপ-মহাপরিদর্শকের নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিতে পারিবেন। এই রূপ আবেদনে জ্ঞাতব্য সাধারণ বিষয়াবলী নিম্নে দেওয়া হইল—

(ক) আবেদন দাখিলের জন্য শ্রমিকের নাম, ঠিকানা, যোগাযোগ নম্বর, চাকুরীতে যোগদানের তারিখ/চাকুরীকাল, মূল মজুরী/মাসিক মোট মজুরী, পদবী/কাজের ধরণ ইত্যাদি তথ্যসহ অভিযোগের বিবরণ লিখিতভাবে প্রদান করিতে হইবে।

(খ) আবেদনের সাথে সংযুক্তিতে দাবীর অনুকূলে নিয়োগপত্র/প্রতিষ্ঠানের পরিচয়পত্র/মজুরি স্লিপের ফটোকপি এবং মালিক/কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত অনুযোগপত্রের ফটোকপি (যদি থাকে) সংযোজন আবশ্যক।

(গ) শ্রমিকের নিকট হইতে আবেদন পাওয়ার সর্বোচ্চ ২০ দিনের মধ্যে উত্থাপিত দাবী নিষ্পত্তির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/পরিদর্শক সংশ্লিষ্ট মালিক বা কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ-আলোচনা কিংবা আপোষ মীমাংসা বৈঠকের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করিবার কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন [ধারা ১২৪(ক)(২)]।

(ঘ) আপোষ মীমাংসা বৈঠকে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক [বিধি ১১৩(১০)]।

(ঙ) উত্থাপিত বিরোধীয় বিষয় নিষ্পত্তিকল্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/পরিদর্শক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে সংশ্লিষ্ট পক্ষদের শুনানী গ্রহণ ও কাগজপত্রাদি (যদি থাকে) পর্যালোচনান্তে লিখিতভাবে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন [ধারা ১২৪(ক)(৫)]।

(চ) গৃহীত সিদ্ধান্ত পক্ষদের জন্য প্রতিপালন বাধ্যতামূলক [ধারা ১২৪(ক)(৪)]। শ্রম আদালত এইরূপ মামলার বিচারকালে মধ্যস্থতাকারীর সিদ্ধান্ত বিবেচনায় নিবেন [ধারা ১২৪(ক)(৬)]

২। শ্রম আইনের দশম অধ্যায় ব্যতীত আইনের অন্যান্য অধ্যায় ও শ্রম বিধিমালা দ্বারা নিশ্চিত করা কোন অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে কোন পক্ষ হইতে অভিযোগ পাওয়া গেলে ধারা ৩১৯ এবং বিধি ৩৫১ অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/পরিদর্শক প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও তদন্ত দ্বারা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করিবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/পরিদর্শক প্রয়োজনে শ্রম আদালতে অভিযোগ পেশ করিতে পারিবেন [বিধি ৩৫১(১)(ক)(গ)]।

৩। শ্রম আইন সম্পর্কে জানার প্রয়োজনে অথবা অভিযোগ জানাইতে শ্রমিক হেল্প লাইন **১৬৩৫৭** (টোল ফ্রি) নম্বরে যোগাযোগ করা যাইতে পারে। এছাড়াও সিলেট এবং সুনামগঞ্জ জেলাধীন যে কোন শ্রমিক ০১৩১২২-**১৬৩৫৭** (সবসময়) নম্বরে যোগাযোগের মাধ্যমে অভিযোগ জানাইতে পারিবেন। অনুরোধে পরিচয় গোপন রাখা হয়।

::::: প্রচারে ::::::
উপ-মহাপরিদর্শক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE)
উপ-মহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট
বাড়ী নং ১২/১, সড়ক নং ৭, ব্লক এ, শাহজালাল উপশহর, সিলেট
ফোন : ০৮২১-৭৬১২১৩, ই-মেইল : dig.sylhet.bd@gmail.com
শ্রমিক হেল্পলাইন : ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি), ০১৩১২২-১৬৩৫৭ (সবসময়)